Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 07-09-2026 22:27 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

২০ ভাদ্র ।। ১৪৩৩।। সোমবার ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৭৬ সংখ্যা ।। ৮ পাতা

খুদে কোলে ছবি দিয়ে ফের চর্চায় বিতর্কিত নায়িকা পরিমণি

একঘণ্টায় নিঃশেষ প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের অনলাইন টিকিট!

সরকারি বিজ্ঞাপনে দুর্গার ১১ হাত! ছাপার ভুল মেনে শমীক বললেন, রাজনীতির বিষয় নয়

বাল্যবিবাহ রুখতে বাড়ি বাড়ি অভিযান, বন্ধ ভাতা, জেল পুরোহিত-কাজির! বেনজির পদক্ষেপ শুভেন্দুর

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে সেপ্টেম্বরের অন্নপূর্ণার টাকা ঢুকবে, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

অভিষেকের বিরুদ্ধে পর পর মামলায় অসন্তোষ হাইকোর্ট

নয়া জামানা ঃ রাজ্যে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা দায়ের হওয়ায় সোমবার তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করল কলকাতা হাই কোর্ট। সেবাশ্রয় স্বাস্থ্যশিবিরে দুর্নীতির অভিযোগ সংক্রান্ত রক্ষাকবচ মামলার শুনানিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন, একজনের বিরুদ্ধে এত অল্প সময়ে এত মামলা হওয়ায় আদালত বিরক্ত, এবং ভবিষ্যতে এই প্রবণতা চলতে থাকলে কঠোর নির্দেশ দিতে বাধ্য হবে বেঞ্চ। এই প্রসঙ্গে তিনি বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন শুভেন্দু অধিকারীর ক্ষেত্রে দেওয়া আদালতের নির্দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং জানান, প্রয়োজনে সেই একই ধরনের নির্দেশ প্রযোজ্য হতে পারে।অভিযোগ, নিয়মবহির্ভূতভাবে ডায়মন্ড হারবারে দুবার সেবাশ্রয় স্বাস্থ্যশিবির আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে চিকিৎসায় ত্রুটির অভিযোগ ওঠে এবং মেডিক্যাল স্ট্যাটুটারি বোর্ডের অনুমতি নেওয়া হয়নি বলেও দাবি করা হয়। অভিজিৎ দাস নামে এক ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে থানায় এফআইআর দায়ের হয়, যার প্রেক্ষিতে রক্ষাকবচ চেয়ে আদালতে যান অভিষেক। শুনানিতে বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, চিকিৎসায় ত্রুটি হলে রোগী বা পরিবার রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল বা ক্রেতা সুরক্ষা বিভাগে অভিযোগ জানিয়েছেন কি না এবং অভিষেক সরাসরি জড়িত না থাকলে তাঁকে হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন কী।আদালত অভিযোগকারীর রাজনৈতিক পটভূমি নিয়েও প্রশ্ন তোলে, কারণ তিনি অভিষেকের কাছে দুবার নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত অভিষেকের রক্ষাকবচ বহাল রাখে আদালত, তবে তদন্তে সহযোগিতার নির্দেশ দেয় এবং প্রয়োজনে ৪৮ ঘণ্টা আগে নোটিস দিয়ে পুলিশ তলব করতে পারবে বলে জানায়।

৬ অক্টোবর বাংলায় উপ-নির্বাচন জারি বিজ্ঞপ্তি

নয়া জামানা ঃ পুজোর আগে ফের ভোটের দামামা রাজ্যে। সোমবার নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। অক্টোবরের শুরুতেই উপনির্বাচন হবে। ফলাফলও একই সময়ে ঘোষণা করা হবে। আর বিধায়কশূন্য নয়। পুজোর আগেই নতুন জনপ্রতিনিধি পাচ্ছেন দুই কেন্দ্রের ভোটাররা। নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন। ৯ অক্টোবর ফলপ্রকাশ। সেইমতো ভোটপ্রস্তুতি শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্রুত জারি হবে বিজ্ঞপ্তি। মনোনয়ন জমা-প্রত্যাহারের দিনক্ষণও জানা যাবে সেসময়।ছাব্বিশের ভোটে নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর , দুটি কেন্দ্রেই জয়ী হন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নিয়ম মেনে একটি আসন ছাড়তে হতো তাঁকে। নিজের গড় নন্দীগ্রামের আসনটি ছেড়ে দেন শুভেন্দু। ফলে ওই কেন্দ্র বিধায়কশূন্য হয়ে পড়ে। তাই উপনির্বাচনের মাধ্যমে নতুন জনপ্রতিনিধি বেছে নেবেন নন্দীগ্রামবাসী। অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদের রেজিনগর ও নওদা , জোড়া কেন্দ্রে জেতেন তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর। তিনিও নিয়ম মেনে রেজিনগর কেন্দ্রটি ছেড়ে দেন। সেখানে নিজের ছেলেকে প্রার্থী করবেন বলে ঠিকও করে ফেলেন হুমায়ুন। সেইমতো ৬ অক্টোবর এই কেন্দ্রেও উপনির্বাচন হবে। দুই কেন্দ্রেই উপনির্বাচনের ভোটগণনা ও ফলপ্রকাশ হবে ৯ অক্টোবর। আগেই এই দুই কেন্দ্রে রেকর্ড মার্জিনে বিজেপির জয়ের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সেই চ্যালেঞ্জ কতটা কার্যকর হয়, তা জানা যাবে মাত্র একমাস পরই।

বার্ধক্য, বিধবা ও দিব্যাঙ্গ ভাতা বৃদ্ধি পুরনো ওয়েটিং লিস্ট বাতিলের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ঃ নতুন সরকার আসার পর থেকে রাজ্যের একাধিক সামাজিক প্রকল্প ক্রমেই সম্প্রসারিত হয়েছে। ভাতার অঙ্ক বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রাপক তালিকায় স্বচ্ছতা আনা হয়েছে এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যাও বেড়েছে। এবার একযোগে বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা ও দিব্যাঙ্গ ভাতার অঙ্ক বাড়াল রাজ্য সরকার। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, আজ থেকে এক হাজার টাকার বদলে দেড় হাজার টাকা পাবেন উপভোক্তারা। আগস্ট মাস থেকে বর্ধিত অঙ্ক কার্যকর হলেও তা সেপ্টেম্বর থেকে হাতে পাবেন উপভোক্তারা। নবান্নে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কয়েকজন উপভোক্তার হাতে এই অর্থ তুলে দেন। পাশাপাশি তিনি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন, বিগত সরকারের যাবতীয় ওয়েটিং লিস্ট আজ থেকে বাতিল করা হচ্ছে এবং নতুন করে জনকল্যাণ শিবিরের মাধ্যমে আবেদন নেওয়া হবে।এর আগেও একাধিকবার তিনি অভিযোগ তুলেছিলেন, বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে সামাজিক ভাতার প্রাপক তালিকায় প্রচুর গরমিল ছিল এবং ঘনিষ্ঠজনদের সুবিধা দিতে ভুয়ো তালিকা তৈরি করা হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুরনো তালিকা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, আবেদন ও নথি যাচাই করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ভাতা দেওয়া হবে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত ও ওয়ার্ড এলাকায় দুদিন ধরে জনকল্যাণ শিবির আয়োজিত হবে। পাশাপাশি আপনার সরকার আপনার পাশে কর্মসূচিতেও আবেদন জানানো যাবে।সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রায় ৮২ লক্ষ উপভোক্তা এই তিন প্রকল্পের সুবিধা পাবেন, যার জন্য বছরে অতিরিক্ত ১৪,৭৭১ কোটি টাকা ব্যয় হবে সরকারের। এই অর্থ সরাসরি অ্যাকাউন্টে পাবেন যোগ্য প্রাপকরা।

ধুলিয়ানকাণ্ডে জিরো টলারেন্স

বদলি-সাসপেন্ড একাধিক পুলিশকর্তা

নয়া জামানা ঃধুলিয়ানে সুজিত মণ্ডল খুনের ঘটনায় জিরো টলারেন্স নীতি নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ঘটনার তদন্তভার সিআইডির হাতে তুলে দেওয়ার পাশাপাশি একগুচ্ছ শীর্ষ পুলিশ আধিকারিককে সাসপেন্ড করলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ঘটনাটি পৃথক হলেও তা হরগোবিন্দ দাসের ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ইতিমধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে তদন্তভার সিআইডিকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মৃতের স্ত্রী রাজি থাকলে তাঁকে হোম গার্ডের চাকরি এবং ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়ারও ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।জানা গিয়েছে, গত ২৮ আগস্ট বাড়ি থেকে বেরিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান সুজিত মণ্ডল। প্রায় সাতদিন পর ফরাক্কার বল্লালপুর ফিডার ক্যানেল ঘাট থেকে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহাংশ উদ্ধার করে পুলিশ। সুজিত মণ্ডল বিজেপির সমর্থক ছিলেন বলে জানা গিয়েছে, যার জেরে ফরাক্কা-সামশেরগঞ্জ জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছে মৃতের পরিবার। তাদের দাবি, ঘটনার পর থানায় অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ।নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ঘটনাটি হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের ঘটনার সঙ্গে অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ এবং পশু কাটার অস্ত্র দিয়ে এই কাজ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় সামিরুল শেখ, তাজফেরা বিবি এবং জনি শেখ নামে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, স্থানীয় পুলিশ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেনি, যে কারণে তদন্তভার সিআইডিকে দেওয়া হচ্ছে।ডিজিপি ও স্বরাষ্ট্রসচিবের রিপোর্টের ভিত্তিতে একাধিক পদক্ষেপের কথাও জানান তিনি। এএসআই সুমন্ত কুমার দাস এবং এসআই সফিউল আলমকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, সামশেরগঞ্জের আইসি সুব্রত ঘোষকে লাইনে ক্লোজ করে নতুন আইসি নিয়োগের কথা জানানো হয়েছে।

ধুলিয়ানে সুজিত মণ্ডল খুনের ঘটনায় জিরো টলারেন্স নীতি নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ঘটনার তদন্তভার সিআইডির হাতে তুলে দেওয়ার পাশাপাশি একগুচ্ছ শীর্ষ পুলিশ আধিকারিককে সাসপেন্ড করলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ঘটনাটি পৃথক হলেও তা হরগোবিন্দ দাসের ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ইতিমধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে তদন্তভার সিআইডিকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 07-09-2026 22:27 Page 2

শাকিরা

বিশ্ব তারকা থেকে আশার আলো

গ্লোবাল সুপারস্টার, ফিফা আইকন এবং এখন নিজ শহরের দুঃসময়ে মানবিক সহায়তার প্রতীক;কলম্বিয়ান গায়িকা শাকিরা আবারও প্রমাণ করলেন যে তিনি শুধু মঞ্চের তারকা নন, সমাজেরও একজন দায়িত্বশীল নাগরিক এবং দুর্যোগের পরিস্থিতিতে আশার আলো। তিনি এবার ঘোষণা দিয়েছেন যে পশ্চিমাঞ্চলীয় চোকো প্রদেশে অন্তত ১০টি নতুন স্কুল নির্মাণ করবেন এবং ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্নির্মাণে সহায়তা করবেন।স্বদেশে ভূমিকম্পের ভয়াবহতা কলম্বিয়ান শিল্পীকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেছে। গত সপ্তাহে চোকো প্রদেশে সংঘটিত ভয়াবহ ভূমিকম্পে শত শত মানুষের প্রাণহানি ঘটে এবং হাজারো মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। প্রাদেশিক রাজধানী কুইবদোতে অবকাঠামো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট আবেলার্দো দে লা এসপ্রিয়েলা জানিয়েছেন, এই ভূমিকম্পে অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯.৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।জাতীয় বিপর্যয়ের পটভূমিতে শিক্ষা পুনর্গঠনের অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে আসেন শাকিরা। শাকিরা কুইবদোতে আকস্মিক সফরে এসে বলেন আমাকে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন করে এই যে, জরুরি পরিস্থিতি শেষ হলে স্কুলগুলো আর পুনর্নির্মাণ করা হয় না। প্রতিদিন যে শিশুরা স্কুলে যেতে পারে না, তারা তাদের ভবিষ্যৎ থেকে বঞ্চিত হয়।এই বক্তব্যে স্পষ্ট হয়, তিনি শুধু তাৎক্ষণিক সহায়তা নয়, দীর্ঘমেয়াদি পুনর্গঠনকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি শিশুদের শিক্ষার অধিকারকে কেন্দ্র করে, যা দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্বাসনের মূল ভিত্তি।মানবিকতার নতুন দৃষ্টান্ত হয়েছেন শাকিরা, এ কথাতে কোনও বাহুল্য বা অতিরঞ্জন নেই। শাকিরার এই উদ্যোগকে অনেকেই দেখছেন একটি মানবিক দৃষ্টান্ত হিসেবে। তিনি ইতিমধ্যেই কলম্বিয়ায় শিক্ষা ও শিশু উন্নয়নে কাজ করছেন। এবার চোকো প্রদেশে তাঁর প্রতিশ্রুতি স্থানীয় জনগণের কাছে নতুন আশার আলো হয়ে উঠেছে।শাকিরার উদ্যোগের মতো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে জাতীয় স্বার্থ এবং জাতীয় পুনর্গঠন ও আন্তর্জাতিক মানবিকতার বার্তা। চোকো প্রদেশের এই সংকট কেবল স্থানীয় নয়, বরং

জাতীয় পুনর্গঠনের অংশ। প্রেসিডেন্টের ঘোষিত বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষতি মোকাবিলা করতে হলে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সহায়তা অপরিহার্য। শাকিরার মতো বিশ্ব তারকার অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে একটি শক্তিশালী বার্তা পাঠায়;সংস্কৃতি ও মানবিকতার শক্তি দুর্যোগ মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।শাকিরার প্রতিশ্রুতি প্রমাণ করে, একজন শিল্পী তাঁর জনপ্রিয়তাকে সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করতে পারেন। চোকো প্রদেশের শিশুদের জন্য নতুন স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ কেবল শিক্ষা নয়, ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনবে। ভূমিকম্পের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর এই অঙ্গীকার যেন এক নতুন সূচনা;যেখানে গান, খ্যাতি ও মানবিকতা মিলেমিশে গড়ে তোলে আশার সেতু।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 07-09-2026 22:27 Page 3

মোদির জন্মদিনে বাংলায় সেবা সংকল্প অভিযান মেগা কর্মসূচির উদ্যোগ বঙ্গ বিজেপির

নয়া জামানাঃ প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে সামনে রেখে বাংলায় মেগা কর্মসূচি নিল বঙ্গ বিজেপি। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন। আর সেই উপলক্ষে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস জুড়ে চলবে বিজেপির সেবা সংকল্প অভিযান। আর এই কর্মসূচিকে সামনে রেখে যুব সমাজের কাছে পৌঁছনোর লক্ষ্য নিয়েছে গেরুয়া শিবির। বাংলায় এবং দিল্লিতে বিজেপি সরকারের সাফল্য যেমন তুলে ধরা হবে, তেমনই চলবে বাড়ি বাড়ি জনসংযোগের কাজ। শুধু তাই নয়, তরুণ প্রজন্মের সঙ্গেও মত বিনিময়ের কাজ চলবে বলে ঘোষণা বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের।সোমবার বিজেপি দপ্তরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন শমীক ভট্টাচার্য। সেখানেই একগুচ্ছ কর্মসূচির ঘোষণা করেন তিনি। জানান, ২৫ বছরের মানুষের সেবায় নরেন্দ্র মোদি যা যা অবদান রেখে ছেন, তা নিয়ে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর প্রচার চালানো হবে। প্রত্যেক জেলা, ব্লক, মহকুমাস্তরে চলবে এই প্রচার। শুধু তাই নয়, যুদ্ধ পরিস্থিতিতেও যেভাবে ভারতে অর্থনীতির উন্নতি ঘটেছে তাও সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে বিজেপি কর্মীরা পৌঁছে দেবেন বলে জানান বিজেপির রাজ্য সভাপতি। পাশাপাশি সেদিনই গোটা দেশের পাশাপাশি এই রাজ্যেও প্রদীপ জ্বালিয়ে মোদির দীর্ঘায়ু কামনা করা হবেও জানান তিনি। প্রত্যেক বুথে যাতে ২৫টি করে প্রদীপ জ্বালিয়ে এহেন কর্মসূচি পালন করা হয়

সেই ঘোষণা করেন শমীক ভট্টাচার্য। তবে এই কর্মসূচির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে সেবা সেতু অভিযান। তিন দিনের বিশেষ শিবিরের মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত যোগ্য মানুষদের সহায়তা করা হবে।শুধু তাই নয়, তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে মতামত বিনিময় এই কর্মসূচির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে চলেছে। জেন জি প্রসঙ্গে এদিন শমীক ভট্টাচার্য বলেন, তরুণ প্রজন্মকে সমাজের অন্য অংশ থেকে আলাদা করে দেখার মানসিকতা ঠিক নয়।

তাঁদের প্রশ্ন করার অধিকার এবং নিজেদের ভাষায় নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে। তিনি বলেন,একটি গণতান্ত্রিক দেশে তরুণরা সামাজিক সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন করছেন, আলোচনা করছেন এবং প্রতিবাদ করছেন;এটি গণতন্ত্রের জন্য ইতিবাচক বিষয়। বিজেপি তরুণদের এই প্রশ্ন করার অধিকারকে খর্ব করবে না।

গ্রেপ্তারি পরোয়ানা খারিজ হাইকোর্টে স্বস্তি মহুয়ার

নয়া জামানাঃ উচ্চ আদালতে সাময়িক স্বস্তি পেলেন কালীঘাটপন্থী কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তাঁর বিরুদ্ধে কৃষ্ণনগর আদালতের জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা-সহ সমস্ত নির্দেশ খারিজ করে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। ওই মামলা এখন পাঠানো হয়েছে বিধাননগরের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে, অর্থাৎ বিধায়ক ও সাংসদদের জন্য গঠিত বিশেষ এমপি-এমএলএ আদালতে। সোমবার এই মামলার শুনানি হয় হাই কোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি আর্যক দত্তের ডিভিশন বেঞ্চে, যেখানে কৃষ্ণনগর আদালতের যাবতীয় নির্দেশ খারিজ করে দেওয়া হয়।জানা গিয়েছে, হিন্দু-মুসলিম মহিলাদের পোশাকবিধি নিয়ে অর্থাৎ তুলসীমালা, বোরখা-হিজাব পরা প্রসঙ্গে বিতর্কিত মন্তব্য এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্যের অভিযোগে মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছিল। কৃষ্ণনগরের এক বাসিন্দার অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় কৃষ্ণনগর আদালতে সাংসদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়। তাঁকে হাজিরার জন্য বারবার সমন পাঠানো হলেও, কোথাও হাজিরা দেননি মহুয়া। এরপরই তাঁর বিরুদ্ধে জারি হয় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা।তবে একজন সাংসদের বিরুদ্ধে সাধারণ নিম্ন আদালতে মামলার শুনানি হতে পারে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মহুয়ার আইনজীবী অর্ক নাগ। তাঁর বক্তব্য ছিল, কেন এই মামলার শুনানি এমপি-এমএলএ আদালতে হচ্ছে না। এই প্রশ্ন তুলেই হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন মহুয়া মৈত্র। সোমবার শুনানিতে বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট নির্দেশে জানায়, কৃষ্ণনগর আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাতিল করা হচ্ছে এবং মহুয়ার সমস্ত মামলার শুনানি হবে বিধাননগরের এমপি-এমএলএ আদালতে।

প্যারাটিচার-শিক্ষাবন্ধু-সহ বিভিন্ন কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি

নয়া জামানাঃ প্যারাটিচার থেকে শুরু করে শিক্ষাবন্ধু, ম্যানেজমেন্ট কর্মী পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। সোমবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই বৈঠকেই ফরেস্ট গার্ড ও বন সহায়কদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির কথাও জানান তিনি। পাশাপাশি ইন্টার ইউনিভার্সিটি ট্রান্সফার বিলে মন্ত্রিসভার অনুমোদন মিলেছে, যা জরুরি ভিত্তিতে বিধানসভায় পেশ করা হবে।মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রাইমারি ও আপার প্রাইমারি; উভয় স্তরের প্যারা টিচারদের বেতন ৫ হাজার টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। এতে প্রাথমিকে ২০ হাজার ৩৪৩ জন এবং আপার প্রাইমারিতে ২১ হাজার ৮৪৯ জন শিক্ষক উপকৃত হবেন। প্রাইমারির প্যারা টিচারদের বেতন ১১ হাজার ৯৪১ টাকা থেকে বেড়ে ১৬ হাজার ৯৪১ টাকা এবং আপার প্রাইমারিতে ১৫ হাজার ৫২৩ টাকা থেকে বেড়ে ২০ হাজার ৫২৩ টাকা হবে। এই বৃদ্ধি কার্যকর হবে আগামী ১ নভেম্বর থেকে।এদিকে, ২ হাজার বন সহায়কের মধ্যে ১৫০০ জনের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং ফরেস্ট গার্ডদের বেতন ৫ হাজার টাকা করে বাড়ছে; যা কার্যকর হবে ১ অক্টোবর থেকে। প্রাক্তন বিধায়কদের মেডিক্যাল ভাতা বৃদ্ধি কার্যকর হবে ১ আগস্ট থেকে। শিক্ষাবন্ধুদের বেতনও ৫ হাজার টাকা বাড়ানো হয়েছে, যাতে উপকৃত হবেন ২২৮০ জন। স্পেশাল এডুকেটরদের বেতনও ৫ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কার্যকর হবে ১ নভেম্বর থেকে। এছাড়া ম্যানেজমেন্ট কর্মী, এসএসকে ও এমএসকে সহায়কদেরও ৫ হাজার টাকা করে বেতন বৃদ্ধি পাবে।এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের পারস্পরিক বদলির বিধিবদ্ধ কাঠামো তৈরি করতে একটি নতুন বিল আনা হবে, যাতে মন্ত্রিসভা এদিন অনুমোদন দিয়েছে।

পুর ভোটে আগাম প্রস্তুতি বিজেপির পুজোর মধ্যেই প্রার্থী বাছাই

নয়া জামানাঃ কলকাতা পুরভোটে ঘুঁটি সাজানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। কোন কৌশলে বাজিমাত করা যায়, তা নিয়ে দফায় দফায় রুদ্ধদ্বার বৈঠক চালাচ্ছে দলের রাজ্য নেতৃত্ব। আপাতত সিদ্ধান্ত হয়েছে, চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা পুজোর মধ্যেই তৈরি করে ফেলা হবে এবং প্রথম দফার প্রার্থীদের নামও পুজোর মরশুমেই ঘোষণা করে দেওয়া হতে পারে। প্রার্থীরা যাতে ওয়ার্ডে অন্তত একমাস প্রচারের সময় পান, সেই লক্ষ্যেই এই তাড়াহুড়ো। পাশাপাশি প্রার্থী হওয়ার আবেদনপত্র জমা নেওয়ার জন্য ড্রপ বক্স চালুর ভাবনাও রয়েছে রাজ্য বিজেপির।সাধারণত বিজেপিতে পুরভোটের আবেদনপত্র প্রথমে জমা পড়ে মণ্ডল বা জেলা নেতৃত্বের কাছে, তারপর তা যায় রাজ্যস্তরে, যেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি ও কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকরা তা যাচাই করে সিদ্ধান্ত নেন। প্রতিটি ওয়ার্ডে ইতিমধ্যেই ১০ থেকে ১৫ জন দাবিদার রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এবার রাজ্যে প্রথমবার ক্ষমতা দখল করা বিজেপি কলকাতা পুরভোটকে হালকাভাবে নিচ্ছে না। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠকের মাধ্যমে ভোটের রণকৌশল তৈরি হচ্ছে, যার তদারকি করছেন রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় নেতা সুনীল বনসল। কলকাতা পুরভোটের ইনচার্জ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে।দায়িত্ব পেয়েই মাঠে নেমে পড়েছেন সুকান্ত। কো-ইনচার্জ হিসেবে রয়েছেন প্রবীণ নেতা রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়, কমিটির কনভেনর করা হয়েছে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়কে এবং কো-কনভেনর বিধায়ক রীতেশ তেওয়ারি। রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মানুষের আশীর্বাদে এবার কলকাতা পুরসভা দখলের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী তাঁরা।প্রচারে ওয়ার্ডভিত্তিক ছয় দফা কৌশল নেওয়া হয়েছে; বড় সভার বদলে বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ ও মহল্লা বৈঠক, তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার দুর্নীতি নিয়ে ওয়ার্ডভিত্তিক চার্জশিট, ভাইফোঁটার পর ইস্তেহার প্রকাশ, পুরনো-নতুন কর্মীদের সমন্বয়ে প্রচার, তৃণমূলের অসম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতি তুলে ধরা এবং ইস্তেহার তৈরিতে জনমত গ্রহণ।

পুজো অনুদান কমল ১০ হাজার টাকা বিদ্যুৎ মাশুলে ছাড়ের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানাঃ দেওয়াল লিখন স্পষ্টই ছিল, হলও তাই। দুর্গাপুজো কমিটিগুলির জন্য সরকারি অনুদান এক ধাক্কায় ১০ হাজার টাকা কমিয়ে দিল রাজ্যে প্রথম বিজেপি সরকার। সর্বজনীন পুজোয় সরকারি অনুদান দেওয়ার যে রীতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু করেছিলেন এবং সভা ডেকে ঘোষণার যে ধরন ছিল, এদিন তার সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, বিষয়টি তিনি পুজো কমিটিগুলির উপরেই ছেড়ে দিচ্ছেন যাঁদের প্রয়োজন তাঁরা আবেদন করবেন, যাঁদের প্রয়োজন নেই তাঁরা নেবেন না। এরপরই তিনি জানান, যে পুজো কমিটি অনুদানের জন্য আবেদন করবে তাদের ১ লক্ষ টাকা করে দেবে সরকার।অনুদানের অঙ্ক কমলেও অন্যভাবে তা পুষিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, পুজো কমিটিগুলিকে বিদ্যুৎ মাশুলে ১০০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে, যে বিষয়ে ইতিমধ্যে ডব্লিউবিএসইডিসিএল ও সিইএসসি-র সঙ্গে কথা বলা হয়েছে।সোমবার মিলন মেলা প্রাঙ্গণে শহরের পুজো কমিটিগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে আসন্ন দুর্গাপুজো সংক্রান্ত একাধিক সিদ্ধান্তের কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। এদিন স্পষ্ট জানানো হয়, মহালয়ার আগে কোনও পুজো মণ্ডপ বা প্রতিমার উদ্বোধন করা যাবে না। পাশাপাশি এ বছর রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কোনও কার্নিভাল হবে না বলেও নিশ্চিত করেন তিনি, তবে সরকারি শারদ সম্মান অনুষ্ঠান যথারীতি হবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর থেকেই পুজো অনুদান নিয়ে জল্পনা চলছিল। তৃণমূল আমলে ক্লাব পিছু ২৫ হাজার টাকা অনুদান দিয়ে শুরু হয়ে ২০২৫ সালে তা দাঁড়ায় ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকায়। নতুন সরকার আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিল, বড় বাজেটের ক্লাবগুলিকে সহায়তা নাও দেওয়া হতে পারে। এদিন সেই জল্পনার অবসান ঘটিয়ে সব কমিটির জন্য ১ লক্ষ টাকা অনুদান ঘোষিত হলেও, বড় বাজেটের ক্লাবগুলিকে স্বেচ্ছায় তা প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 07-09-2026 22:27 Page 4

সম্পাদকীয়

৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। সোমবার

ছাত্রের প্রাণ, কার দায় ?

দিল্লিতে ফের ভেঙে পড়ল একটি ছাত্রাবাস।আর ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ল শুধু কয়েকটি প্রাণ নয় চাপা পড়ল দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বড় বড় দাবির আড়ালে লুকিয়ে থাকা বাস্তবতাও।দক্ষিণ দিল্লির সত্য নিকেতন এলাকায় পাঁচতলা 'হোস্টেল ডেজ' পেয়িং গেস্ট ভবন আচমকা ধসে পড়ার ঘটনায় অন্তত তিন জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে।আরও কয়েকজন ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা।উদ্ধারকাজ চলছে। কিন্তু উদ্ধার হবে তো সেই প্রশ্নেরও;এই প্রাণগুলির দায় নেবে কে?রাজধানী দিল্লি। দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র। দেশের নানা প্রান্ত থেকে তরুণ-তরুণীরা এখানে আসেন স্বপ্ন নিয়ে। কেউ ডাক্তার হতে চান, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ গবেষক, কেউ প্রশাসক। অথচ সেই স্বপ্নের শহরেই যদি মাথার উপরকার ছাদ নিরাপদ না থাকে, তাহলে উন্নয়নের ঢাকঢোল কি সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য?দুর্ঘটনার পর 'ককরোচ জনতা পার্টি'-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ ডিপক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর বক্তব্যের মূল সুর দেশের শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে রাজনৈতিক বক্তৃতার বাইরে বাস্তবে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে?এই প্রশ্নকে শুধু রাজনৈতিক কটাক্ষ বলে এড়িয়ে গেলে ভুল হবে।কারণ ছাত্রাবাস কোনও বিলাসিতা নয়। এটি শিক্ষার্থীর দ্বিতীয় বাড়ি। সেখানে নিরাপত্তা, নির্মাণের মান, অগ্নিনিরাপত্তা, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, জরুরি বহির্গমন সবকিছু নিয়মিত পরীক্ষা হওয়া উচিত।কিন্তু প্রশ্ন হল,সেই নজরদারি কি যথেষ্ট ?নাকি কোনও ভবন ধসে পড়ার পরই প্রশাসনের ঘুম ভাঙে?আরও বড় প্রশ্ন; রাজধানীতে যদি পড়ুয়াদের জীবন নিরাপদ না হয় তবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কোথায় ?রাজনীতির মঞ্চে শিক্ষা নিয়ে প্রতিশ্রুতির অভাব নেই। বিশ্ববিদ্যালয়, স্মার্ট ক্লাসরুম, নতুন পরিকাঠামো সবই উন্নয়নের সাফল্যের তালিকায় জায়গা পায়।কিন্তু সেই তালিকায় 'নিরাপদ ছাত্রাবাস' কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

অভিজিৎ ডিপকের বক্তব্যে রাজনৈতিক আক্রমণের সুর থাকতেই পারে। কিন্তু তাঁর তোলা মৌলিক প্রশ্নটি এড়ানোর উপায় নেই-একজন শিক্ষার্থীর নিরাপদে পড়াশোনা করার অধিকার কি রাষ্ট্রের দায়িত্ব নয় ?ক্ষমতার রাজনীতি চলবে। ভাষণের মঞ্চ গরম হবে।কে কাকে কী বললেন তা নিয়ে বিতর্কও চলবে।কিন্তু ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া কোনও ছাত্রের কাছে সেই রাজনৈতিক বাকযুদ্ধের মূল্য কতটুকু ?তার কাছে দরকার ছিল শুধু একটি নিরাপদ ছাদ।আজ দিল্লিতে ছাত্রাবাস ভেঙেছে।আগামীকাল কোথায় কী ঘটবে, কেউ জানে না। তাই তদন্তের পাশাপাশি চাই দায় নির্ধারণ।চাই নিয়মিত নিরাপত্তা অডিট।চাই বেআইনি বা ঝুঁকিপূর্ণ ছাত্রাবাসের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা।কারণ ভবন ধসে পড়ার আগে যদি প্রশাসনের নজরদারি ভেঙে পড়ে তাহলে সেই দুর্ঘটনাকে আর নিছক 'দুর্ভাগ্য' বলে দায় এড়ানো যায় না।

পশ্চিম এশিয়ার ভারত কি ক্রমশ একলা ?

সুনীল মাইতি
সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

এক সময় যা ছিল 'তেল এবং প্রবাসী ভারতীয়দের বাসস্থান' আজ তা ভারতের কৌশলগত এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্যের অন্যতম প্রধান মূল ভিত্তি। কিন্তু বিশ্বরাজনীতির দ্রুত পরিবর্তনশীল মানচিত্রে একটি প্রশ্ন ক্রমশই জোরালো হয়ে উঠছে;-পশ্চিম এশিয়ায় কি নয়া দিল্লি ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে? গত কয়েক দশকে নরেন্দ্র মোদি সরকারের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম বড় সাফল্য হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্য বা পশ্চিম এশিয়ার ভারতের নীতিকে। তবে বর্তমান ভু-রাজনৈতিক সমীকরণ এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ভারতের সেই সাফল্য ও অবস্থানকে এক বড়সড় চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

এক সময় যা ছিল 'তেল এবং প্রবাসী ভারতীয়দের বাসস্থান' আজ তা ভারতের কৌশলগত এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্যের অন্যতম প্রধান মূল ভিত্তি। কিন্তু বিশ্বরাজনীতির দ্রুত পরিবর্তনশীল মানচিত্রে একটি প্রশ্ন ক্রমশই জোরালো হয়ে উঠছে;-পশ্চিম এশিয়ায় কি নয়া দিল্লি ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে? গত কয়েক দশকে নরেন্দ্র মোদি সরকারের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম বড় সাফল্য হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্য বা পশ্চিম এশিয়ার ভারতের নীতিকে। তবে বর্তমান ভু-রাজনৈতিক সমীকরণ এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ভারতের সেই সাফল্য ও অবস্থানকে এক বড়সড় চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি ছিল 'কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন' এবং একই সঙ্গে ইসরায়েল; ইরান এবং সুন্নী আরব দেশগুলির (যেমন সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর) সঙ্গে সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করা। বিশ্বরাজনীতিতে এই বহুমাত্রিক সম্পর্ক বজায় রাখা ভারতের এক অনন্য সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হতো। কিন্তু বিশ্বরাজনীতির সাম্প্রতিক অক্ষবদল এবং আঞ্চলিক সংঘাত ভারতের এই সমান্তরাল নীতির বাস্তবায়নকে প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে। সবচেয়ে বড় ধাক্কা এসেছে ইসরায়েল- হামাস সংঘাত এবং তার পরবর্তী আঞ্চলিক উত্তেজনার ফলে। মার্কিন মধ্যস্থতায় ইসরায়েলের সঙ্গে আরব বিশ্বের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য যে 'আব্রাহাম চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়েছিল; ভারত তাকে অত্যন্ত ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে ছিল। এই পরিবেশেই জি -২০ সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় 'ভারত- মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর'। এই প্রস্তাবিত পথকে বলা হচ্ছিল চীনের 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' এর কাউন্টার এবং ভারতের বাণিজ্যিক উন্নতির এক নতুন স্বর্ণদুয়ার। কিন্তু গাজা সংকটে পুরো উদ্যোগটিকে এক ধাক্কায় অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে। সুন্নি আরব দেশগুলো; বিশেষ করে সৌদি আরব; এখন ইসরায়েলের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্কে ফেরার আগে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের দাবিকে জোরালোভাবে সামনে আনছে। ফলে আই এম ই সি প্রকল্পের বাষ্প স্তবায়ন আপাতত হিমঘরে।

দ্বিতীয়ত; ইরানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে টানাপোড়েন ভারতের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানকে আরোও দুর্বল করছে। কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইরানের 'চাবাহার বন্দর' প্রজেক্টে ভারত দীর্ঘকাল ধরে যুক্ত। মধ্য এশিয়া ও রাশিয়ার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে চাবাহার ভারতের জন্য এক বিকল্প পথ; যা পাকিস্তানকে এড়িয়ে বাণিজ্যিক সুবিধা দেয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরানের উপর কড়া অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা এবং ওয়াশিংটনকে চটানোর অনিচ্ছা ভারত-ইরান সম্পর্কের স্বাভাবিক গতিকে মন্থর করেছে। অন্যদিকে; এই শূন্যস্থানের সুযোগ নিয়ে ইরান ও চীনের সম্পর্ক আরো নিবিড় হয়েছে। চীন ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে বড়সড় প্রভাব বিস্তার করেছে ,যার সবচেয়ে বড় প্রমাণ সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বেজিংয়ের মধ্যস্থতা। ভারত যেখানে এই অঞ্চলের পুরনো জটিলতা এড়িয়ে নিরপেক্ষ থাকতে চেয়েছে; চীন সেখানে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিজেকে বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করছে।

তৃতীয়ত; উপসাগরীয় আরব দেশগুলোর(জি সি সি) সঙ্গে সম্পর্কের দিকটি পর্যালোচনা করা যাক। কৌশলগত ও কূটনৈতিক স্তরে সংযুক্ত আরব আমির শাহি (ইউ এ ই) ও সৌদি আরবের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আজও বেশ উষ্ণ। কিন্তু অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ভারতের জন্য বড় উদ্বেগের কারণ হতে পারে। আরব দেশগুলি এখন তাদের অর্থনীতিকে জ্বালানি- তেল নির্ভরতা থেকে সরিয়ে প্রযুক্তি নির্ভর করার চেষ্টা করছে (যেমন সৌদি আরবের 'ভিশন- ২০৩০')। এই পরিবর্তনের ফলে ওই অঞ্চলে কম দক্ষতার ভারতীয় শ্রমিকের চাহিদা যেমন কমছে; তেমনই চীন সেখানে তাদের আধুনিক প্রযুক্তি ও পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বাজার দখল করছে। তাহলে ভারত কি সত্যিই একা হয়ে পড়ছে? উত্তরটি কেবল হ্যাঁ বা না-তে দেওয়া সম্ভব নয়। নয়াদিল্লি একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে বললে ভুল হবে। (জ্জ২ ইউ২, ভারত; ইসরায়েল;আমেরিকা ও সংযুক্ত আরব আমির শাহি) জোটে ভারতের উপস্থিতি এখনোও গুরুত্বপূর্ণ। আরব দেশগুলোতে থাকা কোটি কোটি প্রবাসী ভারতীয়দের পাঠানো রেমিট্যান্স এবং শক্তি নিরাপত্তায় ভারত আজও পশ্চিম এশিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তবে সমস্যার মূলে রয়েছে ভারতের অতিরিক্ত সতর্ক অবস্থান। প্রতিটি আঞ্চলিক শক্তির সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখ তে গিয়ে ভারত প্রায়শই কোনো একটি সংকটে স্পষ্ট বা বলিষ্ঠ অবস্থান নিতে পারে না। ইজরায়েলের বন্ধু হয়ে থাকার পাশাপাশি আরব বিশ্বের আস্থা বজায় রাখ া এবং আবার চীনের প্রভাব ঠেকানো, এই ত্রিভুজ নীতির সামঞ্জস্য বজায় রাখা দিন দিন কঠিনতর হচ্ছে। পরিশেষে; পশ্চিম এশিয়ায় ভারত সম্পূর্ণ একা না হলেও; এটা স্পষ্ট যে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি আজ এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। কেবল ইতিহাসের ভারসাম্য রক্ষার দোহাই দিয়ে আধুনিক ভূ-রাজনীতিতে নিজের অবস্থান টিকিয়ে রাখা যায় না। চীন যেভাবে পশ্চিম এশিয়ায় পা রাখছে এবং আমেরিকা যেভাবে সেখান থেকে ধীরে ধীরে নজর সরাচ্ছে; তাতে ভারত যদি দ্রুত নিজের রণকৌশল পুনর্বিন্যাস না করে; তবে মধ্যপ্রাচ্যের এই বিশাল বাণিজ্যিক ও কৌশলগত দাবার বোর্ডে ভারত যে অপ্রাসঙ্গিক বা 'একলা' হয়ে পড়বে না, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 07-09-2026 22:27 Page 5

স্বনির্ভরতার পথে ৬০০ গোষ্ঠী, ময়নাগুড়িতে ইউকো ব্যাংকের মেগা ঋণ শিবির

নয়া জামানা,ময়নাগুড়ি ঃ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের আর্থিকভাবে আরও শক্তিশালী করে তুলতে ময়নাগুড়িতে আয়োজিত হল ইউকো ব্যাংকের ন্যাশনাল মেগা এসএইচজি ডিসবার্সমেন্ট ক্যাম্প। সোমবার ময়নাগুড়ি জনকল্যাণ সমিতির ভবনে অনুষ্ঠিত এই বিশেষ কর্মশালায় ব্লকের প্রায় ৬০০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা অংশ নেন।ইউকো ব্যাংকের ময়নাগুড়ি শাখার উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের হেড অফিসের জেনারেল ম্যানেজার বিবেক কুমার মিশ্র, শিলিগুড়ি জোনের জেনারেল ম্যানেজার কুনিত কুমার-সহ ব্যাংকের অন্যান্য আধিকারিক এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নেত্রীরা।শিবিরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের ঋণ গ্রহণ, সঠিক সময়ে ঋণ পরিশোধ এবং ঋণের অর্থ কাজে লাগিয়ে লাভজনক ব্যবসা গড়ে তোলার বিষয়ে বিস্তারিত পরামর্শ দেওয়া হয়। পাশাপাশি, বেশ কয়েকটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের হাতে ঋণ মঞ্জুরির নথিও তুলে দেয় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন,ব্যাংক ঋণকে শুধু আর্থিক সহায়তা হিসেবে নয়, নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ হিসেবেও কাজে লাগাতে হবে।এদিন গ্রাহকদের সাইবার প্রতারণা নিয়েও সতর্ক করা হয়। ব্যাংকের নাম করে কেউ ফোন করে ওটিপি বা গোপন তথ্য চাইলে তা কোনওভাবেই দেওয়া যাবে না বলে জানানো হয়।এমন ফোন এলে দ্রুত সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখার ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

লরিতে ধাক্কা মাছের গাড়ির, রাস্তায় 'মাছ কুড়ানোর' হিড়িক

নয়া জামানা,ময়নাগুড়ি ঃ দাঁড়িয়ে থাকা লরির পিছনে মাছ বোঝাই পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় ফের দুর্ঘটনা ময়নাগুড়ির উল্লা ডাবরি জোড়া বাঁধের দোমহানি মোড় এলাকায়।সোমবারের এই ঘটনায় আহত হয়েছেন পিকআপ ভ্যানের দুই আরোহী। সংঘর্ষের জেরে মাছভর্তি গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ছিটকে পড়ে প্রচুর মাছ। মুহূর্তের মধ্যে জাতীয় সড়কের উপর শুরু হয় মাছ কুড়ানোর হিড়িক। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি বহু পথচারীকেও মাছ সংগ্রহ করতে দেখা যায়।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ, দমকল বাহিনী এবং হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়। দুর্ঘটনার জেরে কিছুক্ষণের জন্য জাতীয় সড়কে যানজট তৈরি হলেও দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ট্রাফিক পুলিশ।স্থানীয়দের অভিযোগ,একই এলাকায় বারবার জাতীয় সড়কের উপর দাঁড়িয়ে থাকা যানবাহনের কারণে দুর্ঘটনা ঘটছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এদিন কড়া পদক্ষেপের পথে হাঁটে হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশ। ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশের সহযোগিতায় জাতীয় সড়কের উপর যেখানে-সেখানে গাড়ি দাঁড় করানোর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।পুলিশের তরফে চালকদের সচেতন করে জানানো হয়েছে,নির্দিষ্ট পার্কিং এলাকা ছাড়া জাতীয় সড়কের উপর অযথা গাড়ি দাঁড় করানো যাবে না।

দীর্ঘক্ষণ জোড়া রেলগেট বন্ধে স্তব্ধ রায়গঞ্জ, অ্যাম্বুলেন্স আটকে মৃত্যুর অভিযোগ

নয়া জামানা,রায়গঞ্জ ঃ সোমবার বিকেলে পরপর দুটি রেলগেট দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়ল রায়গঞ্জবাসী। যানজট, অ্যাম্বুলেন্স আটকে থাকা এবং শেষ পর্যন্ত এক বজ্রাহত রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শহর জুড়ে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার বিকেলে পৌর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন রেলগেট প্রায় ৩০ মিনিট বন্ধ থাকে। এর জেরে শহরের মূল রাস্তায় তীব্র যানজট তৈরি হয়। যানজট এড়াতে বহু গাড়ি ও বাইক ঘুরপথে পুরাতন জাতীয় সড়কের রেলগেট দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সেখানেও ততক্ষণে রেলগেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রায় আধঘণ্টা ধরে বন্ধ থাকে দ্বিতীয় গেটটিও।রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, পাথর বোঝাই মালগাড়ি থেকে রেললাইনের দু'পাশে পাথর ফেলার কাজ চলছিল। সেই কারণেই দুটি গেটই দীর্ঘক্ষণ বন্ধ রাখা হয়েছিল। তবে এই বিষয়ে রেলের কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।এই গেট বন্ধের সবচেয়ে করুণ পরিণতি দেখা যায় পুরাতন জাতীয় সড়কের রেলগেটে। সেখানে একের পর এক অ্যাম্বুলেন্স আটকে পড়ে। জানা গিয়েছে, এদিন পানিশালা থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরের একটি গ্রামে জমিতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে গুরুতর আহত হন দুই ব্যক্তি - আব্দুল মজিদ (৩২) এবং রুহুল আমিন (২৮)। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রথমে অ্যাম্বুলেন্স পেতেই চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়।কোনওক্রমে অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে আনার পথে পুরাতন জাতীয় সড়কের বন্ধ রেলগেটে আটকে যায় অ্যাম্বুলেন্সটি। প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও গেট না খোলায় বাধ্য হয়ে পরিজনেরা রোগীদের পাঁজাকোলা করে টোটোতে চাপিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর মৃত্যু হয় রুহুল আমিনের।মৃতের পরিবারের অভিযোগ, রেলগেট বন্ধ থাকার কারণে সময়মতো হাসপাতালে পৌঁছানো যায়নি, তার জেরেই এই মৃত্যু।এই ঘটনায় নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

অভিযানের পর বদল ! ময়নাগুড়ির হোটেলে এবার পরিচ্ছন্নতার নজর

নয়া জামানা,ময়নাগুড়ি ঃ কয়েকদিন আগেই ময়নাগুড়ির বিভিন্ন খাবারের দোকান ও হোটেলে ফুড সেফটি দপ্তরের অভিযানে তোলপাড় পড়েছিল। কোথাও খাবারের গুণমান, কোথাও আবার সংরক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে উঠেছিল প্রশ্ন। সেই ঘটনার পর হোটেল ও খাবারের দোকানগুলিতে পরিস্থিতি কতটা বদলেছে, তা খতিয়ে দেখতে সোমবার ময়নাগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দেখল সংবাদমাধ্যম।এদিন একাধিক হোটেল ও খাবারের দোকানে গিয়ে কর্তৃপক্ষ, কর্মচারী এবং ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলা হয়। পরিদর্শনে দেখা যায়, খাবার তৈরির জায়গা থেকে শুরু করে পরিবেশনের ক্ষেত্রেও পরিচ্ছন্নতার দিকে আগের তুলনায় বেশি নজর দেওয়া হচ্ছে। কর্মচারীদের মধ্যেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার তৎপরতা চোখে পড়ে।ময়নাগুড়ি বাইপাস সংলগ্ন আসিয়ানা হোটেলেও এদিন পৌঁছন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা।হোটেল ম্যানেজার ও কর্মীদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি খাবার খেতে আসা ক্রেতাদের কাছ থেকেও নেওয়া হয় মতামত।আসাম থেকে আসা কয়েকজন ক্রেতার দাবি, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা এই হোটেলে খাবার খান। তাঁদের মতে, এখানকার খাবারের মান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং কর্মীদের ব্যবহার সন্তোষজনক।অন্যদিকে, আগের অভিযানের সময় মাংস ফেলে দেওয়া প্রসঙ্গে হোটেল ম্যানেজার জানান, একটি প্যাকেটে প্রয়োজনীয় ট্যাগ না থাকায় সেটি নষ্ট করে ফেলতে হয়েছিল। তবে বাসি খাবার বা বাসি মাংস পরিবেশনের অভিযোগ তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।হোটেল কর্তৃপক্ষের দাবি, ভবিষ্যতেও স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ক্রেতাদের উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

কয়েকদিন আগেই ময়নাগুড়ির বিভিন্ন খাবারের দোকান ও হোটেলে ফুড সেফটি দপ্তরের অভিযানে তোলপাড় পড়েছিল। কোথাও খাবারের গুণমান, কোথাও আবার সংরক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে উঠেছিল প্রশ্ন।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 07-09-2026 22:27 Page 6

সেরা বিদ্যালয়ের সম্মানে ভূষিত রায়গঞ্জ

করোনেশন হাই স্কুল, পুরস্কার তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

শুভজিৎ দাস,নয়া জামানা,রায়গঞ্জ ঃ শহর জুড়ে খুশির হাওয়া। শিক্ষাক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ রাজ্যের সর্বোচ্চ বিদ্যালয় সম্মান 'বিদ্যাসাগর সেরা বিদ্যালয় পুরস্কার-২০২৬' পেল উত্তর দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী রায়গঞ্জ করোনেশন হাই স্কুল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্কুল শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে গত ২ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এই বছরের সেরা বিদ্যালয়গুলির তালিকায় রায়গঞ্জ করোনেশনের নাম ঘোষণা করা হয়।গত শনিবার, ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস উপলক্ষে কলকাতার নিউটাউন কনভেনশন সেন্টারের হল-১ এ আয়োজিত রাজ্য স্তরের বিশেষ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের হাতে এই সম্মান তুলে দেওয়া হয়। পুরস্কার হিসেবে নগদ এক লক্ষ টাকা, মানপত্র এবং নানা উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কালিচরণ সাহার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল

কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন। দলে ছিলেন সহকারী শিক্ষক অতুল রাজবংশী, সঞ্জিত গোস্বামী, পাউলুশ মুর্মু সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা।সোমবার বিদ্যালয়ে ফিরে এই প্রাপ্তির আনন্দ ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অশিক্ষক কর্মচারীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন প্রধান শিক্ষক। প্রধান শিক্ষক কালিচরণ সাহা বলেন, এই সম্মান শুধু একটি বিদ্যালয়ের নয়, সমগ্র করনেশন পরিবারের। এটি আমাদের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং প্রাক্তনীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার স্বীকৃতি। বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত এই পুরস্কার পাওয়া আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের। বিদ্যালয়ের ধারাবাহিক সাফল্য, শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক বিকাশের যে প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি,

এই পুরস্কার তারই স্বীকৃতি। আগামী দিনে আরও ভালো কাজ করার অনুপ্রেরণা জোগাবে এই সম্মান।শিক্ষক দিবসের দিনে জেলার এই প্রাচীন বিদ্যালয়ের এই রাজ্য স্তরের স্বীকৃতিতে রায়গঞ্জ তথা গোটা উত্তর দিনাজপুর জেলার শিক্ষামহলে খুশির হাওয়া বইছে। বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র এবং অভিভাবকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা গিয়েছে।

হাসপাতাল থেকে উধাও পঙ্কজ,

ছেলেকে ফিরে পেতে কাতর পরিবার

মোহম্মদ আলম,নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ হয়ে গেলেন উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের এক যুবক। দিন পেরিয়ে গেলেও কোনও সন্ধান না মেলায় উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে পরিবারের সদস্যদের। নিখোঁজ পঙ্কজ নাথকে ফিরে পেতে এখন সাধারণ মানুষের সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে তাঁর পরিবার।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ইসলামপুর থানার মাটিকুন্ডা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কড়িলেবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা প্রায় ৩০ বছর বয়সী পঙ্কজ নাথ, অর্থাৎ পঙ্কজ চন্দ্র নাথ, মানসিক অসুস্থতার কারণে গত ২৯ আগস্ট বিহারের কিষাণগঞ্জের হাসপাতালে ভর্তি হন। পরিবারের দাবি, গত ২ সেপ্টেম্বর

সকাল প্রায় ৯টা নাগাদ চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। এরপর হাসপাতাল চত্বর থেকে শুরু করে কিষাণগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি;সম্ভাব্য সব জায়গাতেই খোঁজ চালানো হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পঙ্কজের কোনও সন্ধান মেলেনি। অবশেষে গত ৪ সেপ্টেম্বর কিষাণগঞ্জ থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন তাঁর ভাই হিরেন চন্দ্র নাথ। নিখোঁজ হওয়ার সময় পঙ্কজের পরনে ছিল গোলাপি রঙের হাফ হাতা জামা এবং নীল রঙের ফুল প্যান্ট।পরিবারের একটাই আবেদন কেউ যদি পঙ্কজকে কোথাও দেখতে পান অথবা তাঁর সম্পর্কে কোনও তথ্য জানতে পারেন, দ্রুত পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে প্রিয়জনকে ঘরে ফেরার আশায় দিন গুনছে পঙ্কজের পরিবার।

দামোহনী মোড়ে লরির পিছনে

পিকআপের ধাক্কা, কেবিনে আটক চালক

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ জাতীয় সড়কের উপর দাঁড়িয়ে থাকা ১৬ চাকার লরির পিছনে মাছবোঝাই পিকআপ ভ্যানের সজোরে ধাক্কা। সংঘর্ষের অভিঘাতে পিকআপ ভ্যানের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। গাড়ির কেবিনের ভিতরে আটকে পড়েন চালক। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা চরিত্র পর পুলিশ, দমকল ও স্থানীয় বাসিন্দাদের যৌথ তৎপরতায় তাঁকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় ময়নাগুড়ির দোমোহনী মোড় সংলগ্ন এলাকায়। জানা গিয়েছে, দোমোহনী মোড়ের ফ্লাইওভার সংলগ্ন জাতীয় সড়ক দিয়ে মাছবোঝাই পিকআপ ভ্যানটি যাচ্ছিল। সেই সময় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ১৬ চাকার লরির পিছনে আচমকাই সজোরে ধাক্কা মারে পিকআপটি।সংঘর্ষের পর পিকআপের সামনের অংশ লরির পিছনে ঢুকে যায়। ফলে কেবিনের ভিতরে চালক আটকে পড়েন। দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে আশপাশের মানুষ ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও দমকল বাহিনীকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেন পুলিশ ও দমকলকর্মীরা। গাড়ির ক্ষতিগ্রস্ত অংশ সরিয়ে দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর চালককে বের করে আনা হয়। পরে তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি। এদিকে সংঘর্ষের জেরে পিকআপ ভ্যানে থাকা মাছ রাস্তার উপর ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ভিড় জমে যাওয়ায় ঘটনাস্থলে কিছুটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয়। স্থানীয়দের একাংশকে রাস্তা থেকে মাছ কুড়িয়ে নিতে দেখা যায়। দুর্ঘটনার ফলে জাতীয় সড়কের ওই অংশে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়। রাস্তার একাংশে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি থাকায় যানজটের পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল সামাল দিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। ঘটনার পর ফের দোমোহনী মোড় সংলগ্ন জাতীয় সড়কে নিরাপত্তা ও পার্কিং ব্যবস্থা বাড়ানো হয়েছে। সড়কে দুর্ঘটনা কমাতে নো-পার্কিং এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির বিরুদ্ধে অভিযান চালাল ময়নাগুড়ি হাইওয়ে ট্রাফিক-২ পুলিশ। নিয়ম ভেঙে রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখায় একাধিক গাড়িচালকের বিরুদ্ধে জরিমানা করা হয়। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

বালুরঘাট থেকে গৌহাটি,

এবার রেলপথে নতুন দিগন্ত

সাজাহান আলি,নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের রেল মানচিত্রে ফের নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ২০২৬ সালের শেষের মধ্যেই গৌহাটি,নিউ জলপাইগুড়ি ট্রেন বালুরঘাট পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে পারে। এমনই আশার কথা জানিয়েছেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার।কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও একাধিক আলোচনার পর এই সম্ভাবনার কথা জানান তিনি। সাংসদের দাবি, বালুরঘাট,গৌহাটির মধ্যে নতুন ট্রেন চালানোর বিষয়টি আপাতত সম্ভব না হলেও গৌহাটি থেকে নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত চলাচলকারী একটি ট্রেনকে বালুরঘাট পর্যন্ত

সম্প্রসারণের উদ্যোগ জোরদার হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সমীক্ষাও হয়েছে বলে জানান তিনি।দীর্ঘদিন ধরেই বালুরঘাটের সঙ্গে গৌহাটির সরাসরি রেল যোগাযোগের দাবি জানিয়ে আসছেন দক্ষিণ দিনাজপুরবাসী। আসাম ছাড়াও মেঘালয়, অরুণাচল, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও মণিপুরে যাতায়াতের ক্ষেত্রে এই রেলপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। পাশাপাশি কামাখ্যা মন্দিরসহ উত্তর-পূর্ব ভারতের পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে যাতায়াত আরও সহজ হবে। সুকান্ত মজুমদারের আশা, ২০২৬-এর শেষেই মিলতে পারে বহু প্রতীক্ষিত রেল-সুখবর।ইতিমধ্যেই নবদ্বীপধাম,মালদা এক্সপ্রেস বালুরঘাট পর্যন্ত সম্প্রসারিত হওয়ায় জেলার মানুষ উপকৃত হয়েছেন। এবার গৌহাটি সংযোগ বাস্তবায়িত হলে দক্ষিণ দিনাজপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থায় তা হবে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

গড়কান্তেশ্বর উদ্যানে ফের প্রশাসনের তালা,আপাতত বন্ধ ঐতিহাসিক উদ্যান

নয়া জামানা , শীতলকুচি ঃ ঐতিহাসিক গড়কান্তেশ্বর উদ্যানে তালা ঝুলিয়ে দিল শীতলকুচি ব্লক প্রশাসন। সোমবার দুপুর দুটো নাগাদ শীতলকুচি ব্লকের লালবাজার অঞ্চলের অন্তর্গত গড়কান্তেশ্বর উদ্যানে প্রশাসনের আধিকারিকরা পৌঁছে মূল গেটে তালা লাগিয়ে দেন।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, আপাতত বন্ধ থাকবে উদ্যানটি। পরবর্তী প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের পর পুনরায় খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

জানা গিয়েছে, প্রতিবছর পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে ইজারাদারের মাধ্যমে গড়কান্তেশ্বর উদ্যান পরিচালিত হয়। চলতি বছরের মার্চ মাসে পূর্বের ইজারাদারের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। এরপর রাজ্যে পালাবদলের পর স্থানীয় বিজেপির একাংশের নেতৃত্বে উদ্যানটি পরিচালিত হচ্ছিল বলে জানা যায়।এ বিষয়ে লালবাজার অঞ্চল বিজেপির কনভেনার দামিনী বর্মন জানান, রাজ্যে পালাবদলের পর গড়কান্তেশ্বর উদ্যানটি বন্ধ হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। দূরদূরান্ত থেকে যাতে পর্যটকরা এখানে আসতে পারেন এবং ঐতিহাসিক স্থানটি সচল থাকে, সেই কথা মাথায় রেখে আমরা উদ্যানটি চালু রাখার ব্যবস্থা করেছিলাম।অন্যদিকে, বিষয়টি ব্লক প্রশাসনের নজরে আসার পর সোমবার আধিকারিকদের পাঠিয়ে উদ্যানের মূল গেটে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। ব্লক প্রশাসন সূত্রে দাবি, রাজ্যে পালাবদলের পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে গড়কান্তেশ্বর উদ্যানে তালা লাগানো হয়েছিল।পরবর্তীতে সেই তালা ভেঙে অনুমতি ছাড়াই উদ্যানটি পুনরায় চালু করা হয়।

রাতের নয়া জামানা

আপনার অখন্ড অবসরের একমাত্র সঙ্গী

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 07-09-2026 22:27 Page 7

জার্মানিতে কট্টর ডানপন্থিদের উত্থান

হিটলার পন্থীদের জয়

নয়া জামানা ঃ আমেরিকা কিংবা ভারত-নতুন শতাব্দীতে বিশ্বজুড়েই কট্টর দক্ষিণপন্থী রাজনীতির উত্থান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের দেশ জার্মানিও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথমবার দেশটির কোনো রাজ্যে ক্ষমতায় এল কট্টর ডানপন্থী দল অল্টারনেটিভ ফর জার্মানি (এএফডি)। অভিবাসনবিরোধী এই দল স্যাক্সনি-আনহাল্ট রাজ্যের নির্বাচনে বিপুল জয় পেয়েছে, যাকে ঘিরে বিশেষজ্ঞরা ইউরোপের ক্রমবর্ধমান শরণার্থী সংকটকেই মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করছেন। নির্বাচনী প্রচারে শরণার্থীমুক্ত রাষ্ট্রবাদী জার্মানি গড়ার ডাক দিয়েছিল দলটি।জার্মান সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, স্যাক্সনি-আনহাল্ট রাজ্যে ভোট পড়েছে ৭৭ শতাংশ, যার মধ্যে এএফডি একাই পেয়েছে ৪৪.২ শতাংশ ভোট-২০২১ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। এমন ফল ১৯৪৫ সালের পর এই প্রথম। অন্যদিকে চ্যান্সেলর ফ্রিডরিশ মের্জের নেতৃত্বাধীন মধ্য-ডানপন্থী সিডিইউ পেয়েছে মাত্র ১৮ শতাংশ ভোট। এই ফলাফলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে গোটা ইউরোপে। ফ্রান্সের ইউরোপবিষয়ক মন্ত্রী বেঞ্জামিন হাদ্দাদ একে ইউরোপের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত বলে অভিহিত করেছেন। জাতীয় পর্যায়েও ক্রমশ জনপ্রিয়তা বাড়ছে এএফডি-র। কঠোর অভিবাসননীতি, রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন, ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন হ্রাস এবং ইউরো ছেড়ে নিজস্ব আর্থিক কাঠামো গঠনের অঙ্গীকার তাদের মূল কর্মসূচি। উল্লেখ্য, একই ধাঁচের কঠোর অভিবাসন-বিরোধী প্রচার নিয়েই দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুদ্ধ, দারিদ্র্য ও রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে ইউরোপে আসা লাখো শরণার্থী নিয়ে দীর্ঘদিনের পুনর্বাসন সংকট এবং কর্মসংস্থানে স্থানীয়দের প্রতিযোগিতা-এই দুই বিষয়কেই ভোটাররা গুরুত্ব দিয়েছেন।

প্যারিসে স্বামীনারায়ণ মন্দির উদ্বোধন ভারত-ফ্রান্স সম্পর্কে নয়া সেতুবন্ধের বার্তা মোদির

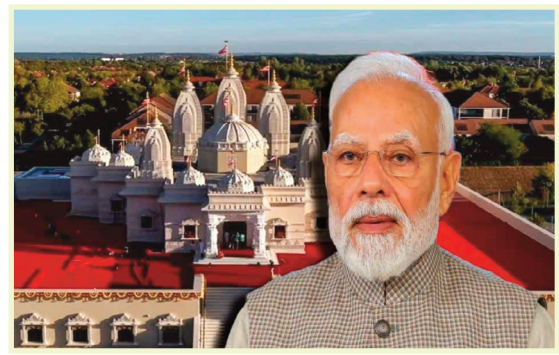

নয়া জামানা ঃ ভারত-ফ্রান্সের সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে বলে মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্যারিসে স্বামীনারায়ণ মন্দিরের ভার্চুয়াল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এই কৌশলগত অংশীদারিত্ব অত্যন্ত বিশেষ। তাঁর আশা, বিশাল এই মন্দিরটি দুই দেশের সহযোগিতা ও সম্ভাবনার প্রতীক হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী টিকে থাকবে।মোদি জানান, প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে মিলে দুই দেশ একটি বিশ্বব্যাপী কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তুলছে। প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, প্রতিরক্ষা, মহাকাশ গবেষণা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার মতো ক্ষেত্রে দুই দেশ একসঙ্গে এগোচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি। ২০২৬ সালকে ভারত-ফ্রান্স উদ্ভাবন বর্ষ হিসেবে উদযাপনের কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী।তিনি স্মরণ করেন ফ্রান্সে ভারতীয় সৈন্যদের আত্মত্যাগের ইতিহাস, সংস্কৃত ভাষা জনপ্রিয়করণে ফরাসি পণ্ডিতদের অবদান এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে নিয়ে রোমাঁ রোলাঁর লেখার প্রসঙ্গ। শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের দ্য মাদার, শ্রীল প্রভুপাদের ইসকন-যাত্রা এবং যোগব্যায়ামের মাধ্যমে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনের কথাও তুলে ধরেন তিনি।মোদির মতে, স্বামীনারায়ণ মন্দিরটি মেড ইন ইন্ডিয়া ও বিল্ট ইন ফ্রান্স-এর অপূর্ব মেলবন্ধন, যেখানে ভারতের প্রাচীন কারুশিল্প ও ফ্রান্সের আধুনিক প্রকৌশলবিদ্যা একসূত্রে গাঁথা হয়েছে। তিনি ভবিষ্যতে মন্দির দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেন, এটি সেবামূলক কার্যক্রমেরও কেন্দ্র হয়ে উঠবে এবং দুই দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে আরও প্রাণবন্ত করে তুলবে।

বিরোধীরা জিতলে রাহুলের দাবি স্বাভাবিক-বললেন বেবি

নয়া জামানা ঃ রাহুল গান্ধী কি ভবিষ্যতে দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন? এই প্রশ্নে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি।তাঁর বক্তব্য, লোকসভায় বিরোধী দলনেতা হিসাবে বিরোধীরা ক্ষমতায় এলে প্রধানমন্ত্রী পদের দাবি জানানোর অধিকার রয়েছে রাহুলের। যদিও ভোটের আগে থেকেই তাঁকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে তুলে ধরার পক্ষে নন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক।এমএ বেবি বলেন, সাধারণত লোকসভার বিরোধী দলনেতার এই দাবি জানানোর অধিকার থাকে। তবে পরবর্তী সরকার কে পরিচালনা করবেন, তা নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত নির্বাচনের পর। বিরোধী দলগুলি আগে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করুক। তার পর সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলি আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।তাঁর কথায়, বিরোধীরা জয়ী হলে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন, সেই আলোচনা নির্বাচনের পরেই হওয়া উচিত। বিরোধী শিবিরের দলগুলি যথেষ্ট পরিণত এবং সময় এলে তারা গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবে বলেও মনে করেন বেবি।এই প্রসঙ্গে ১৯৯৬ সালের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক।

সে সময় ইউনাইটেড ফ্রন্ট বৃহত্তম রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে উঠে আসার পর পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী করার প্রস্তাব সামনে এসেছিল। বিষয়টি নিয়ে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটিতেও আলোচনা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দল সেই প্রস্তাবে সম্মতি দেয়নি।বর্তমান পরিস্থিতিতে সিপিএম নিজে প্রধানমন্ত্রী পদের দাবি জানাবে না বলেও স্পষ্ট করেছেন বেবি। তাঁর যুক্তি, সংসদে দলের যা শক্তি, তাতে এমন দাবি করা হাস্যকর হবে। সেই কারণেই বিরোধী শিবির জয়ী হলে লোকসভার বিরোধী দলনেতা হিসাবে রাহুল গান্ধীর দাবি স্বাভাবিক ভাবেই আলোচনায় আসতে
পারে।তবে সম্ভাব্য নেতৃত্ব নিয়ে এখনই কোনও অনুমান বা রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি করতে চান না সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক। তাঁর মতে, ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রী পদ নিয়ে জল্পনা শুরু হলে বিরোধীদের মূল লক্ষ্য থেকে নজর সরে যেতে পারে। আপাতত বিজেপিকে হারিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের দিকেই বিরোধী দলগুলির মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।তামিলনাড়ুর অভিনেতা থেকে রাজনীতিক হয়ে ওঠা জোসেফ বিজয়ের নামও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কোনও কোনও মহলে
আলোচিত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বেবি। যদিও সেই বিতর্কে তিনি প্রবেশ করতে চাননি। তাঁর বক্তব্য, এই ধরনের আলোচনা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়।

দিল্লিতে বহুতল ধসে বিপর্যয়, মৃত ৬, আটকে বহু

নয়া জামানাঃ বিপদ যেন অপেক্ষাই করছিল। বৃষ্টির জল পড়তেই তাসের ঘরের মতো হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি বহুতল। রবিবার দুপুরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লিতে সত্য নিকেতন এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। এখনও পর্যন্ত ছয়জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে এবং ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে পাঁচজনকে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, ধ্বংসাবশেষের নীচে এখনও আটকে থাকতে পারেন কমপক্ষে ২০-২৫ জন।জানা গিয়েছে, ভেঙে পড়া বহুতলটি প্রায় ৩০ বছরের পুরনো এবং বহু আগেই সেটিকে বিপজ্জনক ঘোষণা করা হয়েছিল। বাড়ি খালি করার নোটিসও দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তা কার্যকর হয়নি। উলটে পেয়িং গেস্ট হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল বাড়িটি এবং একাধিক বেআইনি নির্মাণও করা হয়েছিল সেখানে।দিল্লি পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, পি-১৪ সত্য নিকেতন বাড়িটি ৫৫ স্কোয়ার ইয়ার্ড জমির উপর অবস্থিত ছিল এবং ১৯৯০-এর দশকে তৈরি হয়েছিল। গ্রাউন্ড প্লাস ওয়ান নির্মাণের অনুমতি থাকলেও, বেআইনিভাবে পাঁচতলা পর্যন্ত তোলা হয় বাড়িটি। ইতিমধ্যেই বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।এদিকে উদ্ধারকাজ চালাতে গিয়ে লাগোয়া আরেকটি পাঁচতলা বহুতল নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। জানা গিয়েছে, দুটি দোকানকে ভিত বানিয়ে সেই বহুতলটিও পাঁচতলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছিল, যার কোনও যথাযথ পিলার নেই। পুরসভা ইতিমধ্যেই সাবধানতার সঙ্গে বাড়িটি খালি করে বিপজ্জনক নোটিস জারি করেছে।

কলকাতার পর দিল্লিতে তৃণমূলের দুই ঠিকানায় ইডি হানা

নয়া জামানা ঃ সকাল থেকেই তৎপর ইডি। একদিকে কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদের সংবাদপত্রের অফিসে যখন তল্লাশি চলছে, ঠিক সেই সময়ই খবর মিলল, দিল্লিতেও তৃণমূলের সদর দফতরে হাজির হয়েছেন ইডি আধিকারিকরা। প্রশ্ন উঠছে, ঠিক কীসের ভিত্তিতে এই হানা?নয়াদিল্লির সাউথ অ্যাভিনিউয়ে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের সদর দফতরে পৌঁছান ইডি আধিকারিকরা। ৬১ নম্বর সাউথ অ্যাভিনিউয়ের এই সাংসদ বাংলোটি রাজ্যসভা সাংসদ নাদিমুল হকের নামে তালিকাভুক্ত হলেও, তিনি এখানে বসবাস করেন না। তাঁর নামে বরাদ্দ এই বাড়িটি দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূলের পার্টি অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলোর বাইরে তৃণমূল কংগ্রেসের বোর্ড এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি টাঙানো রয়েছে।জানা গিয়েছে, আজ সকালে দিল্লির তৃণমূল অফিসের কর্মীরা পৌঁছনোর আগেই সেখানে উপস্থিত হন ইডি আধিকারিকরা।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 07-09-2026 22:27 Page 8

ভ্যালেন্সিয়াকে হারিয়ে টানা চতুর্থ জয় বার্সেলোনার

নয়া জামানাঃ বার্সেলোনা যেন প্রতিপক্ষদের কাছে দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছে। লা লিগায় নিজেদের চতুর্থ ম্যাচেও জয় ছিনিয়ে নিল কাতালান ক্লাবটি, ভ্যালেন্সিয়ার মাঠে গিয়ে ৫-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে জিতে। এই নিয়ে মরসুমের শুরুতে টানা চার ম্যাচে চার জয় পেল হান্সি ফ্লিকের দল, যেখানে প্রতিপক্ষের জালে মোট ১৭ বার বল জড়িয়েছে তারা।রবিবার রাতের ম্যাচে শুরু থেকেই আধিপত্য দেখায় বার্সা। মাত্র ছ'মিনিটের মাথায় ফেরমিন লোপেজের নিখুঁত পাস থেকে গোল করেন লামিন ইয়ামাল। এরপর ২২ মিনিটে নিজেই স্কোরশিটে নাম তোলেন ফেরমিন, অ্যান্থনি গর্ডনের বাড়ানো বল ধরে বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শটে। বিরতির আগেই দুই গোলে এগিয়ে যায় দল।দ্বিতীয়ার্ধে গোলের ধারা অব্যাহত থাকে। ৫০ মিনিটে ইয়ামাল-ফেরমিনের যুগলবন্দিতে তৈরি সুযোগ কাজে লাগিয়ে গোল করেন রাফিনহা। ৭৯ মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়ান পেড্রি। শেষদিকে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে জোড়া গোল পূর্ণ করেন ইয়ামাল, যা দলের পঞ্চম গোল।ম্যাচ শেষে কোচ হান্সি ফ্লিক ফেরমিনের প্রশংসা করে বলেন, ছেলেটির মধ্যে প্রচুর এনার্জি ও তীব্রতা আছে এবং বল না থাকলেও সে সবসময় প্রতিপক্ষের ওপর চাপ তৈরি করে। দলের সামগ্রিক পারফরম্যান্স নিয়েও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন তিনি, খেলা নিয়ন্ত্রণে রাখা ও সুযোগ তৈরির প্রশংসা করে।এই জয়ের ফলে চার ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে বার্সেলোনা। দ্বিতীয় স্থানে থাকা আলাভেসের পয়েন্ট ১০, যারা ওসাসুনাকে ৫-২ গোলে হারিয়েছে।অন্যদিকে চার ম্যাচে মাত্র এক পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তলানিতে ধুঁকছে ভ্যালেন্সিয়া। মরসুমের শুরুতেই শতভাগ জয়ের রেকর্ড গড়ে নিজেদের শক্তি স্পষ্ট করে দিয়েছে ফ্লিকের দল।

বারাসাতে আজ ডার্বি

ডুরান্ডের ক্ষত মুছতে মরিয়া মোহনবাগান

নয়া জামানাঃ প্রায় তিন সপ্তাহ আগে ডুরান্ড কাপের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের কাছে ৪-১ গোলে হেরেছিল মোহনবাগান। সেই হারের ক্ষত এখনও দগদগে বাগান সমর্থকদের মনে। আজ ফের মুখোমুখি দুই প্রধান, তবে এবার মঞ্চ কলকাতা লিগ। যদিও দুই দলই আগেই সুপার সিক্সে জায়গা করে নিয়েছে, তাই এই ম্যাচের ফলাফল লিগ টেবিলে কোনও প্রভাব ফেলবে না। তবু মোহনবাগানের কাছে এই ম্যাচ নিছক পয়েন্টের নয়, বরং আত্মসম্মান আর মর্যাদা রক্ষার লড়াই।

জিতলে অন্তত কিছুটা হলেও প্রলেপ পড়বে ডুরান্ড ফাইনালের ক্ষততে।দীর্ঘ ৮ বছর পর ফের কোনও বড় ম্যাচ আয়োজিত হচ্ছে বারাসাত স্টেডিয়ামে, যা নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষ। যেহেতু এটি ডার্বি ম্যাচ, তাই নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নয় প্রশাসন। ম্যাচ ঘিরে মোতায়েন থাকছে প্রায় ১১০০ জন পুলিশ কর্মী, সঙ্গে থাকছেন প্রায় ৬ জন অ্যাডিশনাল এসপি। মাঠের বাইরেও অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়েছে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা। ম্যাচ শুরু হবে বিকেল ৫টায়, তবে নিরাপত্তা বলয় কার্যকর হয়ে যাবে দুপুর ৩টে থেকেই। দুই দলের সমর্থকদের জন্য থাকছে পৃথক প্রবেশপথ। প্রথমে টিকিট পরীক্ষা, এরপর ব্লক অনুযায়ী প্রবেশের নির্দেশনা, তারপর ব্যাগ তল্লাশি এবং সবশেষে কিউআর কোড স্ক্যান করে মাঠে প্রবেশ। মাঠে জলের বোতল, ব্যাগ বা ছাতা নিয়ে ঢোকার অনুমতি নেই, শুধুমাত্র মোবাইল ফোন সঙ্গে রাখা যাবে। দুই দলের জন্য থাকছে আলাদা পার্কিং ব্যবস্থা এবং মোট ছ'টি গেট, যার মধ্যে দু'টি বিশেষ প্রয়োজনে খোলা হবে।এছাড়া বারাসাত এলাকায় বিকেল ৩টের পর থেকে পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকবে এবং স্টেডিয়াম চত্বরে চলবে ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ। প্রায় ১০ হাজার টিকিট ছাড়া হলেও এই ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে দুই প্রধানের সমর্থকদের মধ্যে। ডুরান্ডের হারের জ্বালা মেটাতে আজ মরিয়া হয়ে মাঠে নামবেন আপুইয়ারা।

ফাইনালে দ্বিশতরান ঈশানের

দলীপ ট্রফির এলিট তালিকায় পঞ্চম ব্যাটার

নয়া জামানাঃ ব্যাটের জবাব ব্যাটেই দিলেন ঈশান কিষান। লাল বলের ক্রিকেটে নিজের প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণে দলীপ ট্রফির ফাইনালকেই বেছে নিলেন পূর্বাঞ্চল অধিনায়ক। দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে খেললেন অধিনায়কোচিত দ্বিশতরানের ইনিংস। সোমবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে তিলক বর্মার বোলারদের রীতিমতো শাসন করেন তিনি। প্রথম দিনের শতরানকে দ্বিতীয় দিনে টেনে নিয়ে যান ডাবল সেঞ্চুরিতে।দলীপ ট্রফির ইতিহাসে ঈশানের আগে মাত্র চারজন ব্যাটার দ্বিশতরান করেছেন। ১৯৮৭-৮৮ মরসুমে রমন লাম্বা করেছিলেন ৩২০ রান, একই মরসুমে অংশুমান গায়কোয়াড় করেন ২১৬। এরপর ২০১৬-১৭ মরসুমে চেতেশ্বর পূজারা অপরাজিত থাকেন ২৫৬ রানে, আর ২০২২-২৩ মরসুমে যশস্বী জয়সওয়াল করেছিলেন ২০৯ রান। এবার সেই তালিকায় পঞ্চম নাম যুক্ত হলো ঈশানের। এই ইনিংসের সুবাদে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে চার হাজার রানের গণ্ডিও পার করলেন তিনি, সঙ্গে পূর্ণ হলো নিজের দশম শতরানও।প্রথম দিনের শেষে ইস্ট জোনের স্কোর ছিল চার উইকেটে ৩৮৫, ঈশান ও কুমার কুশাগ্র তখন অপরাজিত। দুজনে মিলে গড়েন ১৪৪ রানের জুটি। সোমবার সেই দাপট অব্যাহত রাখেন ঈশান, স্পিন ও পেস দুই বিভাগেই সমান দক্ষতায় খেলে ঠান্ডা মাথায় পূর্ণ করেন দ্বিশতরান।গত ১৩ বছর ধরে দলীপ ট্রফি জেতেনি পূর্বাঞ্চল।

ঈশানের এই বিশাল ইনিংসের পর সেই খরা কাটার সম্ভাবনা এখন অনেকটাই উজ্জ্বল। জাতীয় নির্বাচকদের কাছেও এই ইনিংস স্পষ্ট বার্তা দিল, লাল বলের ক্রিকেটে এখনও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক এই বাঁ-হাতি ব্যাটার।

ফের ট্রফি নিয়ে পালাবে ট্রফিচোর নকভি

ট্রফি নিয়ে ফের সংশয়

নয়া জামানা ঃ গত বছর এশিয়া কাপে পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সূর্যকুমার যাদবের ভারতীয় পুরুষ দল। কিন্তু খেতাব জয়ের এত মাস পরেও সেই ট্রফি ভারতের হাতে এসে পৌঁছায়নি। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভাপতি মহসিন নকভির হাত থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকার করেছিল ভারতীয় দল, এবং সেই ট্রফি এখনও এসিসি-র দপ্তরেই পড়ে আছে বলে খবর। এবার মহিলাদের এশিয়া কাপেও একই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।ভারতীয় মহিলা দল ইতিমধ্যেই টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে। হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন দল ফাইনালে উঠে চ্যাম্পিয়ন হলে পুরনো ট্রফি-বিতর্ক নতুন রূপে সামনে আসতে পারে। পাকিস্তানের একটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে টুর্নামেন্টের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে নকভির, এবং এসিসি সভাপতি হিসেবে চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়ার দায়িত্বও তাঁরই পালনের কথা।এখানেই প্রশ্ন উঠছে ভারতীয় মহিলা দল কি নকভির হাত থেকে ট্রফি গ্রহণ করবে, নাকি গত বারের মতোই একই দৃশ্য ফিরে আসবে? এ বিষয়ে ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এখনও স্পষ্ট কোনো অবস্থান জানায়নি।২০২৫ সালের পুরুষদের এশিয়া কাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভারত-পাকিস্তান রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহে, পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পরবর্তী উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে। সেই সময় পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নকভির কিছু ভারত-বিরোধী মন্তব্যও বিতর্ক উস্কে দিয়েছিল। ফাইনালে জয়ের পর নকভি, যিনি তখন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডেরও চেয়ারম্যান ছিলেন, তাঁর হাত থেকে ট্রফি না নিয়েই দেশে ফেরে ভারতীয় দল।

একই দিনে দুই দেশে ভারতের জোড়া ম্যাচ

নয়া জামানা ঃ আগামী ৩ অক্টোবর ক্রিকেট ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনার সাক্ষী থাকতে চলেছে ভারত। একই দিনে দুটি আলাদা দেশে, দুটি ভিন্ন ফরম্যাটে ম্যাচ খেলবে ভারতীয় দল, আর দুটি ম্যাচই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কোনও দলই দ্বিতীয় সারির নয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী সব ঠিকঠাক থাকলে, ভারতে শুভমান গিলদের নেতৃত্বাধীন দল এবং জাপানে শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বাধীন দল, একই সঙ্গে মাঠে নামবে দুই ভিন্ন প্রান্তের সামনে টিম ইন্ডিয়ার ব্যস্ত সূচি। ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এরপর ২২ সেপ্টেম্বর জাপানের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে। ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শুরু হবে, যা আগামী বছরের ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।

এই সিরিজের বাকি দু'টি ম্যাচ হবে ৩০ সেপ্টেম্বর ও ৩ অক্টোবর।একই সময়ে, ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে জাপানে শুরু হচ্ছে এশিয়ান গেমস, যা টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে অনুষ্ঠিত হবে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারত, এবং অলিম্পিক যোগ্যতা অর্জনের প্রশ্নেও এই প্রতিযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ। এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনাল হবে ১ অক্টোবর, ফাইনাল ৩ অক্টোবর। ভারত সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করেছে, এবং বৈভব সূর্যবংশীদের সামনে

খুব কঠিন প্রতিপক্ষ না থাকায় সেমিফাইনালে ওঠাই স্বাভাবিক প্রত্যাশা। অর্থাৎ একটি ম্যাচ জিতলেই ৩ অক্টোবর নামতে হবে ভারতকে, জিতলে ফাইনালে, হারলে ব্রোঞ্জের লড়াইয়ে।এদিকে পাঞ্জাবে হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তৃতীয় ওয়ানডে, একই দিনে। ইতিমধ্যে এশিয়াডের দল ঘোষিত হয়ে গিয়েছে, যেখানে তারকার অভাব নেই। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দল এখনও ঘোষণা হয়নি। শ্রেয়স, জশপ্রীত বুমরাহ, হর্ষিত রানা, অক্ষর প্যাটেলদের মতো নিয়মিত ওয়ানডে খেলোয়াড়রা এশিয়াড দলে থাকায়, স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে অনুপস্থিত থাকবেন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।